রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ২, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বঙ্গাবন্ধু ফেলোশিপ ট্রাস্ট ও এনসিএসটি সেল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ আষাঢ় ১৪২৬/১৭ জুন ২০১৯

নং ৩৯.০০.০০০০.০৩৫.০৬.০১৩.১৭.৪৭৬—উন্নত ও সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে দেশে বিদেশে এমএস বা সমতুল্য ডিগ্রী, ডক্টরাল বা পোস্টডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেলোশিপ প্রদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গাবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৯ মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গাবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৯ম সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২। নীতিমালাটি জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জিনাত জাহান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য : টাকা ১২.০০

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত)

উন্নত ও সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিগত ৪ মে ২০১৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে এমএস বা সমতুল্য ডিগ্রী, ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেলোশিপ প্রদান করা এ ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি নীতিমালার প্রয়োজন হওয়ায় সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করল।

১. এই নীতিমালা 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৮' নামে অভিহিত হবে।

২. উদ্দেশ্যাবলি :

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্য, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির মাধ্যমে নেতৃত্বের উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশ ঘটানো;

(২) দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রদান;

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

(৪) সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন।

৩. ফেলোশিপ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা :

(১) ট্রাস্টি বোর্ড একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং একটি বাছাই কমিটি ও একটি এওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে গবেষক/ফেলো বাছাই করবে।

(২) ফেলোশিপ প্রদান কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(৩) ট্রাস্ট কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম দেশে-বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোগণের অধ্যয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করবে।

(৪) ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ট্রাস্টে প্রেরণ এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থাপন করবেন। ট্রাস্টি বোর্ড অগ্রগতি প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক ফেলোশিপ নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা নিয়ম ভঙ্গ বা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে ট্রাস্টি বোর্ড যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করতে পারবে।

(৫) গবেষকগণের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার, কর্মশালা, মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করতে পারবে এবং এতে গবেষণা সমাপ্তকারী গবেষকগণ এবং গবেষণা করছেন এরূপ গবেষকগণ অংশগ্রহণ করবেন।

(৬) বিদেশে ফেলোশিপের সংখ্যা মোট ফেলোশিপের সংখ্যার শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগের বেশি হবে না।

(৭) সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফেলোশিপের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রতি অর্থ-বছরে যৌক্তিকভাবে ফেলোশিপের হার পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

৪. ফেলোশিপের শ্রেণি, ভাতার হার ও মেয়াদ :

(১) ফেলোশিপের শ্রেণি : দেশে অধ্যয়নের জন্য ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল শ্রেণির ফেলো নির্বাচন করা হবে। বিদেশে অধ্যয়নের জন্য এমএস/এমফিল/সমমান এবং ডক্টরাল শ্রেণির ফেলো নির্বাচন করা হবে।

(২) বাংলাদেশের খ্যাতনামা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটে এবং ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে এবং অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটে অধ্যয়নের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। যারা উপর্যুক্ত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটে এমএস/সমমান ও ডক্টরাল কোর্সে ভর্তি হয়েছেন কিন্তু আর্থিক অনুদানের অভাবে শিক্ষাজীবন শুরু করতে পারছেন না তাদেরকে ফেলোশিপ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তাছাড়া, যারা উপর্যুক্ত দেশসমূহ হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন তাদেরকে ডক্টরাল কোর্সে ফেলোশিপ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৩) ফেলোশিপের মেয়াদ : এমএস ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ২ (দুই) বছর, ডক্টরাল ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর এবং পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১ (এক) বছর।

(৫) ফেলোশিপের ভাতার হার : এমএস/এমফিল/সমমান, ডক্টরাল এবং পোস্ট ডক্টরাল শ্রেণির ফেলোগণের নিম্নবর্ণিত হারে মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদান করা হবে।

(ক) **লিভিং এলাউন্স** (মাসিক) : পিএইচডি দেশে মাসিক ৪০,০০০/- টাকা, পিএইচডি উত্তর দেশে মাসিক ৪৫,০০০/- টাকা, এমএস/পিএইচডি বিদেশে (অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইউরোপের দেশ সমূহ) মাসিক ১,২০,০০০/- টাকা এবং এমএস/পিএইচডি অন্যান্য দেশে ৬৫,০০০/- হারে হবে।

(খ) **টিউশন ফি :** বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউট নির্ধারিত রেটে প্রকৃত টিউশন ফি;

(গ) **বইপুস্তক ক্রয় (এককালীন) :** বইপুস্তক ক্রয় বাবদ বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ৬০,০০০ টাকা এবং দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা;

(ঘ) **থিসিস ফি (এককালীন) :** বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে থিসিস ফি বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা;

(ঙ) **বিমান ভাড়া, স্বাস্থ্য ও ভিসা ফি :** বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণের জন্য প্রকৃত বিমান ভাড়া, স্বাস্থ্য বীমা ও ভিসা ফি;

(চ) বিদেশে ডক্টরাল ফেলোশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর হওয়ায় ২ (দুই) বছর সফল সমাপ্তির পর আরও একবার আসা যাওয়ার বিমান ভাড়া;

(ছ) সেমিনার আয়োজন ও থিসিস পেপার উপস্থাপনের জন্য এককালীন বিদেশে ৭৫,০০০ টাকা এবং দেশে ৩০,০০০ টাকা।

৫. ফেলোশিপের আওতায় গবেষণার বিষয়সমূহ:

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ও এতদসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে ফেলোশিপ প্রদান হবে:

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পাবলিক হেলথ ও প্রিভেনটিভ মেডিসিন, জীব প্রযুক্তি ও অণুজীব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিদ্যা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মৎস্য বিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা ও পশুপালন, কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল এনার্জি, জ্বালানি গবেষণা, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, আরবান ও রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং, এক্সপ্লোরেশন অব মিনারেলস এন্ড পেট্রোলজি, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং।

(২) উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনে হালনাগাদ করা হবে।

৬. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা :

(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি হতে হবে।

(২) আবেদনকারী সরকারি চাকরিজীবী হলে তার চাকরি স্থায়ী হতে হবে।

(৩) **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ফেলোশিপ-এর জন্য স্বীকৃত শিক্ষাবোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর মধ্যে ন্যূনতম ৩ টি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে অথবা সিজিপিএ ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ ৪.০০ (স্কেল ৫.০০ এর ক্ষেত্রে) থাকতে হবে। শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না। গবেষণার বিষয়বস্তু যদি জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবনী কাজে বিশেষ অবদান রাখবে বলে বিবেচিত হয় সেক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৪) অন্য কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না, এরূপ আবেদনকারী অনুচ্ছেদ-৫ এ উল্লিখিত বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নরত/গবেষণারত/সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/সুপারভাইজার কর্তৃক চূড়ান্ত ভর্তির অফারপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে উপর্যুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৫) ডক্টরাল ফেলোশিপের ক্ষেত্রে মাস্টার্স পর্যায়ে ইংরেজিতে থিসিস লেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং দেশি/বিদেশি জার্নালে ইংরেজিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এমন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৬) **আবেদনকারীর বয়স:** আবেদন জমাদানের শেষ তারিখে আবেদনকারীর বয়স এমএস কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, ডক্টরাল কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর, পোস্ট ডক্টরাল কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪৮ বছর হতে হবে।

৭. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহ্বান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি :

(১) **আবেদন আহ্বান:** প্রতি অর্থবছরে দুইবার আবেদন আহ্বান করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে এবং ন্যূনতম ২ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদন আহ্বান করা হবে।

(২) **আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট এবং ট্রাস্ট কার্যালয় হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে/সরাসরি ট্রাস্ট বরাবর ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। বাছাই কমিটির মাধ্যমে সরাসরি/অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনসমূহ হতে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে।

(৩) আবেদনপত্রের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে :

(ক) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও মার্কসীটের ছায়ালিপি (১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত)।

(খ) আবেদনপত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ভর্তির অফার লেটার সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) দেশে ফেলোশিপের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ। বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফার লেটার প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির ফেলোশিপের অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির রশিদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

(ঘ) "আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

(ঙ) তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি দাখিল করতে হবে। উক্ত অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

(চ) সকল প্রার্থীকে "অন্য কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ অনুদান গ্রহণ করেন না" মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঘোষণা দিতে হবে।

(ছ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(জ) পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত অনুমতি/ সম্মতিপত্র আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

(ঝ) প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ ও পাসপোর্ট (যদি থাকে) এর কপি আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

(ঞ) তবে অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি/আবেদন ফর্মে বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে।

৮. ফেলোশিপ নবায়ন/ধারাবাহিকতা :

(১) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুচ্ছেদ (২) ও (৩) এ বর্ণিত সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে/ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

(২) এমএস ও ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষকগণের পরবর্তী বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে;

(ক) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি;

(খ) ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণের পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন;

(গ) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন ;

(ঘ) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী ;

(ঙ) ডক্টরাল ফেলোগণের ক্ষেত্রে দেশি/বিদেশি পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা (যদি থাকে)।

(৩) পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষকগণের ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ৬(ছয়) মাসের গবেষণাকর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

(৪) ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

৯. ফেলো নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ :

(১) **বাছাই কমিটি :** আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বাছাই কমিটি থাকবে :

(ক)	অতিরিক্ত সচিব (বিঃপ্রঃ)/সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(খ-ঙ)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি দুই বছর পর পর পরিবর্তন সাপেক্ষে বাংলাদেশের ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ/অনুচ্ছেদ ৫.১ এ বর্ণিত বিষয়ের/বিভাগের ০৪ (চার) জন মনোনীত অধ্যাপক	সদস্য
(চ)	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
(ছ)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(জ)	আইসিটি বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(ঝ)	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের একজন প্রতিনিধি (সদস্য পর্যায়ের)	সদস্য
(ঞ)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সেলের উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য-সচিব

বাছাই কমিটির কার্যপরিধি : বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই/বাছাই, বাজেট পরীক্ষাকরণ, তুলনামূলক বিবরণ প্রণয়ন, আবেদনের দ্বৈততা পরীক্ষাকরণ, সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণ, প্রয়োজনে প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে এওয়ার্ড কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। কমিটি আবশ্যিকভাবে মেধাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

(২) **এওয়ার্ড কমিটি :** বাছাই কমিটির সুপরিশের ভিত্তিতে ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য প্রণীত তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এওয়ার্ড কমিটি থাকবে :

(ক)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(খ)	অতিরিক্ত সচিব (বি:প্র:)/সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ-চ)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি দুই বছর পর পর পরিবর্তন সাপেক্ষে বাংলাদেশের ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ/অনুচ্ছেদ ৫.১ এ বর্ণিত বিষয়ের/বিভাগের ০৪ (চার) জন মনোনীত অধ্যাপক	সদস্য
(ছ)	অর্থ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(জ)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(ঝ)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

এওয়ার্ড কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) এই কমিটি বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা হতে ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রাপ্তির তালিকা চূড়ান্ত করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মনে করলে এই কমিটি কোন প্রজেক্ট/থিসিস বাছাই কমিটির পুনর্বিবেচনার জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

(খ) এই কমিটি বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণের দেশভিত্তিক সঙ্গতিপূর্ণ লিভিং এলাউন্স পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করার সুপারিশ করবে।

(গ) এই কমিটি আবেদনকারীর বিদেশে অধ্যায়নের ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ অপ্রতুল বিবেচিত হলে প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে তাকে অন্য কোন উৎস হতে আংশিক খরচ মিটানোর অনুমতি প্রদান করবে।

(ঘ) ফেলোশিপ প্রদান এবং নবায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১০. ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা :

(১) মূল্যায়ন প্রতিবেদন : প্রতি ৬(ছয়) মাস অন্তর ফেলোগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন ট্রাস্ট কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

(২) সমাপনী প্রতিবেদন : ফেলোগণ ফেলোশিপ সমাপ্তির ৩(তিন) মাসের মধ্যে তাঁদের তত্ত্বাধায়কের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং উপস্থাপন করবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ থিসিস/গবেষণাপত্র এর একটি কপি ট্রাস্ট কার্যালয়ে জমা দিবেন। সফট কপিসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র এর কপি ট্রাস্ট কার্যালয়ে যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে জমা দিতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আংশিক/সম্পূর্ণ ট্রাস্ট/সরকারকে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

(৩) **সেমিনার/কর্মশালা.মূল্যায়ন সভা:** ফেলোগণকে গবেষণা কার্যক্রমের লব্ধজ্ঞান বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ট্রাস্ট কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলো/পেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

(৪) ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক গঠিত একটি অন্তর্বর্তী কমিটি ফেলোশিপ মূল্যায়ন করবে। কোন ফেলো অধ্যয়ন না করলে বা অন্যত্র চলে গেলে কিংবা নীতিমালার অন্য কোন ব্যত্যয় করলে কমিটি ফেলোশিপ বাতিল/স্থগিত করার সুপারিশ করতে পারবে।

১১.০ ফেলোশিপের ভাতা প্রদান :

(১) দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণ নির্বাচনের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে সংশ্লিষ্ট ত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক (৩ মাস অন্তর) ভিত্তিতে বিল দাখিল করবেন।

(২) ১ম কিস্তির ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসেবে ট্রাস্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ফেলো/গবেষককে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণকে তাদের স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র/চূড়ান্ত অফার লেটার দাখিল সাপেক্ষে ফেলোশিপের ১ম কিস্তির লিভিং এলাউন্স, বিমান ভাড়া (যাওয়া), ভিসা ফি অগ্রিম হিসাবে সরাসরি চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

(৩) বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিকুইজিশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে টিউশন ফি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টে সরাসরি প্রেরণ করা হবে।

(৪) ২য় কিস্তি হতে পরবর্তী লিভিং এলাউন্স ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ফি তত্ত্বাবধায়কের/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অগ্রগতি প্রতিবেদন/প্রত্যয়নের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ফেলোর বিদেশস্থ ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হবে।

(৫) বই ক্রয়ের অর্থ ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে এবং সেমিনারের অর্থ সেমিনার আয়োজনপূর্বক সম্পন্ন করার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে প্রদান করা হবে।

(৬) কোন অবস্থাতেই নির্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য লিভিং এলাউন্স বা কোন ভাতা বা ফি প্রদান করা হবে না।

১২. বিবিধ :

(১) কোন ক্ষেত্রে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলে গেলে সে অবস্থায় ফেলোগণ গবেষণার স্বার্থে মন্ত্রণালয়/ট্রাস্টের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করতে পারবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ফেলোর ফেলোশিপ বাতিল করা হবে।

(২) ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সরকার/ট্রাস্টের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে (কোন প্রতিবেদন না দিয়ে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম কানুন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ ট্রাস্ট/সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ ট্রাস্ট/সরকারের অনুকূলে ফেরত দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকবেন মর্মে ৭(৩)(চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

(৩) বিদেশে অধ্যয়ন/গবেষণাকারীদের পক্ষে বাংলাদেশে বসবাসরত একজন উপযুক্ত গ্যারান্টর কর্তৃক ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে, ফেলো কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক এবং মনোনীত ফেলো গবেষণা/কোর্স সম্পন্ন না করলে অথবা গবেষণা/কোর্স পরিত্যাগ করলে অথবা ফেলোশিপ বাতিল করা হলে অথবা বিদেশে কোর্স সম্পাদনের পর বাংলাদেশে ফেরত না আসলে গ্যারান্টর ফেলো কর্তৃক গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

(৪) বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যাংকিং চ্যানেলে সরাসরি আর্থিক যোগাযোগ আছে শুধু এরূপ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফেলো নির্বাচন করা হবে।

(৫) বিদেশে অধ্যয়ন/গবেষণাকারীগণ সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনে নিজেদের নাম, স্থানীয় ঠিকানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যাদি অবহিত করবে।

(৬) চূড়ান্ত নির্বাচনের পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের আবেদন করলে যদি অতিরিক্ত টিউশন ফি-এর প্রয়োজন হয় তবে উক্ত অতিরিক্ত টিউশন ফি ফেলোকে বহন করতে হবে।

(৭) দেশে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত ফেলোগণের ফেলোশিপের অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হবে।

(৮) সে সেশনে ভর্তির জন্য ফেলো নির্বাচন করা হবে সে সেশনে ভর্তি না হলে এবং এ ব্যাপারে ট্রাস্টকে পূর্ব হতে কোন কিছু অবহিত না করলে উক্ত ফেলোর নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd